[২০১৮] ১৩ এস. সি. আর. ৮৩০
পি. ই. সি. লিমিটেড
বনাম
অস্টবুল্ক শিপিং এস.ডি.এন. বি.এইচ.ডি
(২০০৭ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৪৮৩৪)
১৪ই নভেম্বর, ২০১৮)
[এ. এম. খানউইলকার এবং এল. নাগেশ্বর রাও, বিচারপতিদ্বয়]

সালিশি ও আপস আইন, ১৯৯৬:

ধারা ৪৪, ৪৬, ৪৭ এবং ৪৮ – বিদেশী পুরস্কার – প্রয়োগ ও নির্বাহ – আপিলকারী ও উত্তরদাতার মধ্যে পোতাধিকার চুক্তি – আপিলকারী কর্তৃক উত্তরদাতাকে ভাড়া পরিশোধ সংক্রান্ত বিরোধ – উত্তরদাতা তার মনোনীত সালিশকারী নিয়োগ করে – আপিলকারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার সালিশকারী নিয়োগে ব্যর্থ – একমাত্র সালিশকারী উত্তরদাতার দাবিকৃত ভাড়া বার্ষিক ৮% হারে সুদ সহ মঞ্জুর করেন – ভারতে হাইকোর্টে পুরস্কার কার্যকর করার জন্য পিটিশন দাখিল – আপিলকারীর আপত্তি এই মর্মে যে আবেদনের উপস্থাপনের সময় মূল চুক্তির সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করা হয়নি; পোতাধিকার চুক্তি আপিলকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হওয়ায় কোনো সালিশি চুক্তি ছিল না; এবং পুরস্কারটি বৈধ বিদেশী পুরস্কার ছিল না – হাইকোর্ট আপত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করে, পুরস্কার কার্যকর ও নির্বাহ করার নির্দেশ দেয় – আপিলে, স্থির করে: আবেদন দাখিলের সময় সালিশি চুক্তি দাখিল করা বাধ্যতামূলক নয় – আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি সংক্রান্ত ইউএনসিআইটিআরএএল মডেল আইনের ৩৫(২) ধারায় (যার ভিত্তিতে আইনটি তৈরি) সালিশি চুক্তির অনুলিপি দাখিলের বিধান নেই – নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের উদ্দেশ্য হল বিদেশী পুরস্কারের মসৃণ ও দ্রুত প্রয়োগ – নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিবেচনা করে, আইনের ৪৭ ধারার 'হবে' শব্দটিকে 'হতে পারে' হিসেবে পড়তে হবে – অতএব, পোতাধিকার চুক্তিকে বাধ্যতামূলক করার জন্য স্বাক্ষর করা আবশ্যক নয় কারণ ইংরেজি আইনে (যা দ্বারা চুক্তিটি নিয়ন্ত্রিত) এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই – জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন কমিশন (ইউএনসিআইটিআরএএল) – আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি সংক্রান্ত ইউএনসিআইটিআরএএল মডেল আইন – অনুচ্ছেদ ৩৫(২) – বিদেশী সালিশি পুরস্কারের স্বীকৃতি ও নির্বাহ সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৫৮ (নিউ ইয়র্ক কনভেনশন)।

সালিশি:

সালিশি প্রকরন – অন্তর্ভুক্তি – স্থির করে: সালিশি প্রকরনে কোনো চুক্তি বা সালিশি চুক্তিতে থাকা আবশ্যক নয় – এটি পক্ষগণের মধ্যে পত্রালাপের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

বিধিবিধানের ব্যাখ্যা:

বিধিবিধানের বিধান – নির্দেশক নাকি বাধ্যতামূলক/অনিবার্য – নির্ধারণ – স্থির করে: কোনো বিধির সুযোগ ও উদ্দেশ্যই তার বিধানগুলি নির্দেশক নাকি বাধ্যতামূলক তা নির্ধারণের একমাত্র পথপ্রদর্শক – আইনসভার প্রকৃত অভিপ্রায় বোঝা আদালতের কর্তব্য – "হতে পারে" শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক প্রকৃতির ধারণা দিলেও, বিধির সুযোগ, এর প্রকৃতি ও নকশা এবং এর ব্যাখ্যার ফলে উদ্ভূত পরিণতিগুলির প্রতি মনোযোগ সহকারে আইনসভার অভিপ্রায় অনুসারে বিবেচনা করা প্রয়োজন – আইনসভার অভিপ্রায়।

শব্দ ও বাক্যবন্ধ:

'বিদেশী পুরস্কার' – সালিশি ও আপস আইন, ১৯৯৬-এর প্রেক্ষাপটে অর্থ।

'সালিশি চুক্তি' – অর্থ।

'হবে' – ব্যাখ্যা।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করে: ১.১ সালিশি ও আপস আইন, ১৯৯৬-এর দ্বিতীয় অংশে বিদেশী পুরস্কারের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে। সালিশির জন্য লিখিত চুক্তির অনুসরণে প্রদত্ত কোনো সালিশি পুরস্কার, যার উপর আইনের প্রথম তফসিলে উল্লিখিত বিদেশী সালিশি পুরস্কারের স্বীকৃতি ও নির্বাহ সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৫৮ ("নিউ ইয়র্ক কনভেনশন") প্রযোজ্য, তাকে "বিদেশী পুরস্কার" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১০] [৮৪০-এ-বি]

১.২.১৯৯৬ সালের আইনের ৪৭ ধারায় বলা হয়েছে যে বিদেশী পুরস্কার কার্যকর করার জন্য আবেদনকারী পক্ষ আবেদনের সময় আদালতের সামনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপন "করবে": (ক) মূল পুরস্কার বা তার অনুলিপি, যে দেশে এটি প্রদান করা হয়েছে সেই দেশের আইন অনুসারে যথাযথভাবে সত্যায়িত; (খ) মূল সালিশি চুক্তি বা তার যথাযথভাবে প্রত্যয়িত অনুলিপি;

এবং (গ) এমন প্রমাণ যা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় যে পুরস্কারটি একটি বিদেশী পুরস্কার। [অনুচ্ছেদ ১০] [৮৪০-সি-ডি]

১.৩.স্বীকার্যভাবে, উত্তরদাতা কর্তৃক প্রয়োগের আবেদনের দাখিলের সময় সালিশি চুক্তির একটি সত্যায়িত অনুলিপি নথিভুক্ত করা হয়নি। নথি থেকে স্পষ্ট যে আপিলকারী তার জবাবের সাথে সালিশি চুক্তি দাখিল করে এবং এরপরে উত্তরদাতাও আদালতে মূল সালিশি চুক্তি দাখিল করে। ৪৭ ধারায় 'হবে' শব্দটি থাকার কারণে, পুরস্কার দাখিলের সময় সালিশি চুক্তি দাখিল করা বাধ্যতামূলক - এটি সঠিক নয়। আবেদনের সময় বিধানটিতে নির্দিষ্ট প্রমাণ দাখিল সংক্রান্ত আইনের ৪৭ ধারায় 'হবে' শব্দটিকে 'হতে পারে' হিসেবে পড়তে হবে। [অনুচ্ছেদ ১২] [৮৪১-সি-ই]

১.৪.'হবে' শব্দটি তার সাধারণ অর্থে 'বাধ্যতামূলক'। তবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আদালত এই শব্দটিকে 'হতে পারে' অর্থে ব্যাখ্যা করেছে। কোনো বিধির বিধানগুলি নির্দেশক নাকি বাধ্যতামূলক তা নির্ধারণের একমাত্র পথপ্রদর্শক হল বিধির সুযোগ ও উদ্দেশ্য। বিচার আদালতের কর্তব্য হল বিধির সম্পূর্ণ সুযোগের প্রতি মনোযোগ সহকারে আইনসভার প্রকৃত অভিপ্রায় জানার চেষ্টা করা। [অনুচ্ছেদ ১৩] [৮৪১-এফ]

১.৫.'হবে' শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক প্রকৃতির ধারণা দিলেও, বিধির সুযোগ, এর প্রকৃতি ও নকশা এবং এর ব্যাখ্যার ফলে উদ্ভূত পরিণতিগুলির প্রতি মনোযোগ সহকারে আইনসভার অভিপ্রায় অনুসারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। 'হবে' শব্দটিকে 'হতে পারে' হিসেবে ব্যাখ্যা করলে যে অনিষ্ট হতে পারে তা আদালতের মনে রাখা প্রয়োজন। এটিকে বাধ্যতামূলক করা হলে জনগণের সুবিধা হবে নাকি অসুবিধা বা সাধারণ অসুবিধা হবে তাও বিবেচনা করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৮৪১-জি; ৮৪২-এ-বি]

১.৬.আইনের ৪৬ ধারা একটি বিদেশী পুরস্কারকে যাদের মধ্যে এটি তৈরি হয়েছে তাদের উপর বাধ্যতামূলক হিসাবে আইনের অধীনে প্রয়োগযোগ্য করে তোলে। নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের তৃতীয় অনুচ্ছেদে প্রতিটি চুক্তিকারী রাষ্ট্র কর্তৃক সালিশি পুরস্কারগুলিকে বাধ্যতামূলক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিধান রয়েছে। সালিশি পুরস্কারের প্রয়োগ সেই অঞ্চলের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে হবে যেখানে পুরস্কারটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে সালিশি পুরস্কারের প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট কঠোর শর্ত আরোপের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

অনুচ্ছেদ IV-এ স্বীকৃতি ও প্রয়োগের জন্য আবেদনকারী পক্ষকে আবেদনের সময় একটি সত্যায়িত মূল পুরস্কার বা তার যথাযথভাবে প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং অনুচ্ছেদ II-এ উল্লিখিত মূল চুক্তি বা তার যথাযথভাবে প্রত্যয়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে। অনুচ্ছেদ IV-এ "হবে" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৫] [৮৪২-সি-ডি; ৮৪৩-এ-বি]

১.৭.নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল এর আওতাধীন সালিশি চুক্তির স্বীকৃতি এবং বিদেশী সালিশি পুরস্কারের প্রয়োগকে সহজতর করা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি নিয়ন্ত্রণকারী আইনি ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির আলোকে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রথমত দেখা উচিত। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৮৪৩-সি-ডি]

১.৮.প্রয়োগের জন্য আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি একটি শক্তিশালী প্রয়োগপন্থী পক্ষপাত, একটি বাস্তববাদী, নমনীয় এবং অনানুষ্ঠানিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত। বেশ কয়েকটি দেশের আদালত নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের চতুর্থ অনুচ্ছেদের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তাগুলির ব্যাখ্যায় উদার হয়েছে। বিদেশী পুরস্কারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতাও নিন্দিত হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৭] [৮৪৩-ই]

১.৯.নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের উদ্দেশ্য হল বিদেশী পুরস্কারের মসৃণ ও দ্রুত প্রয়োগ। নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিবেচনা করে, আইনের ৪৭ ধারার "হবে" শব্দটিকে "হতে পারে" হিসেবে পড়তে হবে। আবেদনের সময় সালিশি চুক্তি দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা হলে নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। প্রয়োগের জন্য একটি আবেদন দাখিলের প্রাথমিক পর্যায়ে, ৪৭ ধারায় উল্লিখিত নথি দাখিল না করার কারণে পুরস্কার প্রয়োগের আবেদন খারিজ করা উচিত নয়। প্রয়োগকারী পক্ষকে সালিশি চুক্তি দাখিল না করার ত্রুটি সংশোধন করতে বলা যেতে পারে। চুক্তির বৈধতা প্রয়োগ কার্যক্রমের পরবর্তী পর্যায়ে নির্ধারণ করা হয়। [অনুচ্ছেদ ১৯] [৮৪৪-বি-ই]

১.১০.আইনের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন কমিশন (ইউএনসিআইটিআরএএল) ১৯৮৫ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি সংক্রান্ত ইউএনসিআইটিআরএএল মডেল আইন ("মডেল ল") গ্রহণ করেছে এবং মডেল ল ও নিয়মাবলী বিবেচনা করে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

মডেল আইনের অষ্টম অধ্যায়ে পুরস্কারের স্বীকৃতি ও প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুচ্ছেদ ৩৫ (২)-এ বিধান করা হয়েছে যে পুরস্কার প্রয়োগের জন্য আবেদনকারী পক্ষ মূল পুরস্কার বা তার একটি অনুলিপি সরবরাহ করবে। মডেল আইনে স্বীকৃতি ও প্রয়োগের পদ্ধতিগত বিবরণ দেওয়া হয়নি, যা জাতীয় পদ্ধতিগত আইন ও রীতির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা উদার করার জন্য ২০০৬ সালে অনুচ্ছেদ ৩৫ (২) সংশোধন করা হয়েছিল। অনুচ্ছেদ ৩৫ (২)-এর অধীনে এখন সালিশি চুক্তির অনুলিপি দাখিল করার আর প্রয়োজন নেই। [অনুচ্ছেদ ১৮] [৮৪৩-এফ; ৮৪৪-এ-বি]

১.১১.ধারা ৪৮, যেখানে বিদেশী পুরস্কারের প্রয়োগ প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে তার কারণগুলির উল্লেখ রয়েছে, সেখানে ৪৭ ধারায় উল্লিখিত নথি দাখিল না করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নেই। বিদেশী পুরস্কারের প্রয়োগের জন্য একটি আবেদন কেবলমাত্র ৪৮ ধারায় নির্দিষ্ট কারণগুলির ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। এটি এই মতকেও সমর্থন করবে যে আবেদনের সময় ৪৭ ধারায় উল্লিখিত নথি দাখিল করার প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতামূলক করার উদ্দেশ্য ছিল না। "হবে" শব্দটির "হতে পারে" হিসাবে উক্ত ব্যাখ্যা কেবলমাত্র আবেদন দাখিলের প্রাথমিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ এবং তারপরে নয়। [অনুচ্ছেদ ২০, ২১] [৮৪৪-এফ-জি; ৮৪৫-এ]

২. এতে কোনো বিরোধ নেই যে চুক্তিটি ইংরেজি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যার অধীনে পক্ষগুলিকে বাধ্যতামূলক করার জন্য পোতাধিকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সালিশকারী এবং হাইকোর্ট উভয়েই পর্যাপ্ত উপাদান পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে একটি বৈধ সালিশি চুক্তি বিদ্যমান ছিল। আইনের প্রথম তফসিলের অনুচ্ছেদ ॥ সালিশি চুক্তিকে একটি চুক্তির সালিশি প্রকরণ বা একটি সালিশি চুক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে, যা পক্ষগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা চিঠিপত্র বা টেলিগ্রামের আদান-প্রদানে অন্তর্ভুক্ত। হাইকোর্ট দেখেছে যে পোতাধিকার চুক্তি, যাতে সালিশি চুক্তি ছিল, পক্ষগণ কর্তৃক সম্মত ও সম্পাদিত হয়েছিল এবং এটি পক্ষগণের মধ্যে চিঠিপত্রের দ্বারা সমর্থিত। অনুচ্ছেদ ॥-এর "লিখিত চুক্তি" শব্দটি খুবই ব্যাপক। একটি সালিশি প্রকরণ অপরিহার্যভাবে কোনো চুক্তি বা সালিশি চুক্তিতে থাকতে হবে না। এটি পক্ষগণের মধ্যে চিঠিপত্রের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে, সালিশি চুক্তিটি পোতাধিকার চুক্তিতে পাওয়া যায় যা সালিশকারী এবং হাইকোর্ট উভয়েই গ্রহণ করেছেন।

এই বিষয়ে হাইকোর্ট যে মতামত দিয়েছে, তার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করার কোনো কারণ নেই। [অনুচ্ছেদ ২২] [৮৪৫-ডি-জি]

রানী ড্রিগ রাজ কুয়ের বনাম রাজা শ্রী অমর কৃষ্ণ নারায়ণ সিং, [১৯৬০] ২ এস. সি. আর ৪৩১; মোহন সিং বনাম ভারতীয় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (১৯৯৭) ৯ এস. সি. সি ১৩২: [১৯৯৬] ৮ সম্পূরক এস. সি. আর ৫৬৯-এর উপর নির্ভর করেছিল।

দারদানা লিমিটেড বনাম ইউকোস অয়েল কোম্পানি [২০০২] ১ এএলএল, ইআর (কম,) ৮১৯; ক্যালডো বনাম পিক্সওয়েল (১৮৭৬) ২ সিপিডি ৫৬২-উল্লেখ করা হয়েছে।

আলবার্ট ভ্যান ডেন বার্গের ১৯৫৮ সালের নিউইয়র্ক আরবিট্রেশন কনভেনশন; সংবিধিবদ্ধ আইনের উপর ক্রেটস, ৫ম সংস্করণ; ১৯৫৮ সালের নিউইয়র্ক কনভেনশনের ব্যাখ্যার জন্য আই. সি. সি. এ-এর গাইডঃ বিচারকদের জন্য একটি হ্যান্ডবুক (২০১১) পৃষ্ঠা XI-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৬০] ২ এস. সি. আর ৪৩১	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৩
[১৯৯৬] ৮ সম্পূরক এস. সি. আর ৫৬৯	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৩

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৭ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৪৮৩৪ ।

২০০২ সালের নির্বাহী আবেদন নং ১৯৫-এ নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্টের ১৮.০২.২০০৫ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

আপিলকারীর পক্ষে ছিলেন গর্বেশ কাবরা, অমিত সিং, শ্রীমতী পূজা কাবরা, শ্রীমতী মৈথিলি শুভঙ্গি, রবি প্রকাশ মেহরোত্রা, আইনজীবীরা।

মনোজ কে. খান্না, এম. কে. সিংহ, আর. কে. খান্না, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এল নাগেশ্বর রাও, বিচারপতি. ১. এই আবেদনে দিল্লি হাইকোর্টের '৩০.০৫.২০০১' তারিখের একটি বিদেশী রায় কার্যকর ও কার্যকর করার নির্দেশকে বিরোধিতা করা হয়েছে। আপিলকারী অস্ট্রেলিয়ার জেরাল্ডটন বন্দর থেকে ভারতের জওহরলাল নেহেরু বন্দরে (আইএনপিটি) ন্যূনতম ১৬,৫০০ মেট্রিক টন থেকে সর্বোচ্চ ১৭,০০০ মেট্রিক টন ছোলা পরিবহনের জন্য উত্তরদাতার কাছ থেকে 'এমভি রুবিন হ্যালিকন' চার্টার্ড করেছেন। চার্টার পার্টি তারিখের '২০.০৪.২০০০' নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সরবরাহ করেছেঃ

"বক্স ৮

খালাস বন্দর(সমূহ) বা স্থান(সমূহ)

"আইএসপি/১-২ এসবি জেএনপিটি দেখুন প্রকরণ ৩, দ্বিতীয় বার্থের জন্য নিয়ন্ত্রণ সময় পরিবর্তন খালাস বন্দরে লেটাইম অথবা ডিমোরেজ সময় হিসাবে।"

বক্স ১৪

লেটাইম

"অপরিবর্তনীয় লোড/খালাস ৩,০০০ মে.টন প্রতি কর্মদিবসে আবহাওয়া ভাল থাকা সাপেক্ষে। শনি দুপুর/এসএইচইএক্স ইআইইউ/২০০০ মে.টন প্রতি কর্মদিবসে আবহাওয়া ভাল থাকা সাপেক্ষে। শনিবারে দুপুর থেকে অথবা সরকারি ছুটির আগের দিন থেকে সোমবার সকাল ০৮:০০ পর্যন্ত অথবা পরবর্তী কর্মদিবস গণনা করা হবে না।"

বক্স ১৯

লোডের জন্য ডিমোরেজ ও ডিসপ্যাচ হার (প্রকরণ ১৬)

"৪,০০০ মার্কিন ডলার প্রতি দিন আনুপাতিক হারে/অর্ধেক ডিসপ্যাচ"

বক্স ২৩

খালাসের জন্য ডিমোরেজ ও ডিসপ্যাচ হার (প্রকরণ ২৭)

"৫,০০০ মার্কিন ডলার প্রতি দিন আনুপাতিক হারে/অর্ধেক ডিসপ্যাচ"

বক্স ২৪

কার্গো খালাস হার – প্রতি ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়া অনুকূল কর্মদিবসে মেট্রিক টন (প্রকরণ ২৫)

"শনিবার দুপুর এসএইচইএক্স ইআইইউ, শনিবার দুপুর থেকে অথবা সরকারি ছুটির আগের দিন থেকে সোমবার সকাল ০৮:০০ পর্যন্ত অথবা পরবর্তী কর্মদিবস গণনা করা হবে না।"

প্রকরণ ২৪

খালাসের সময়

"খালাসের সময় শুরু হবে রেডি থাকার বিজ্ঞপ্তি লিখিত/টেলিগ্রাফিক বা টেলিফ্যাক্স বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণ অফিস চলাকালীন বন্দরে স্বাভাবিক প্রথা অনুযায়ী পাওয়ার চব্বিশ ঘণ্টা পর, বার্থে থাকুক বা না থাকুক প্রথম বা একমাত্র খালাস বন্দরে যদি জাহাজ বন্দর সীমার মধ্যে থাকে এবং খালাসের জন্য সব দিক থেকে প্রস্তুত থাকে...।"

প্রকরণ ২৫

খালাস হার

পি. ই. সি. লিমিটেড বনাম অস্টবুল্ক শিপিং এস.ডি.এন. বি.এইচ.ডি [এল নাগেশ্বর রাও, বিচারপতি] ৮৩৭

"বক্স ২৪-এ নির্ধারিত গড় হারে উত্তরদাতাকে বিনামূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে হবে।"

২. পোতাধিকার চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে, লেটাইম শুরু হয়েছিল ০৩.০৫.২০০০ তারিখে ০৯০০ ঘণ্টায়। পোতাধিকার চুক্তি অনুসারে ৩,০০০ মে.টন প্রতিদিনের লোড হার বৈধ ছিল এবং লোডিংয়ের জন্য নির্ধারিত লেটাইম ৫.৫ দিনের সমান ছিল। অস্ট্রেলিয়ার জেরাল্ডটন বন্দরে ০১.০৫.২০০০ তারিখে ১০১০ ঘণ্টায় কার্গো লোডিং শুরু হয়েছিল এবং ০২.০৫.২০০০ তারিখে ১২৪০ ঘণ্টায় সম্পন্ন হয়েছিল। জাহাজটি ১৫.০৫.২০০০ তারিখে ০৩০৫ ঘণ্টায় জেএনপিটিতে পৌঁছেছিল, যখন মাস্টার রেডি থাকার বিজ্ঞপ্তি পেশ করেছিলেন। আপিলকারী জাহাজটিকে নিকটবর্তী বন্দর অর্থাৎ মুম্বাই নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। উত্তরদাতা কর্তৃক আপিলকারীর অনুরোধ মেনে নেওয়া হয়েছিল এবং জাহাজটিকে মুম্বাই বন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রতিদিন ২০০০ মে.টন খালাস হারের ভিত্তিতে খালাসের জন্য অনুমোদিত সময় গণনা করা হয়েছিল এবং খালাসের জন্য অনুমোদিত সময় ছিল ৮.২৫ দিন। ১৬,৫০০ মে.টন কার্গোর পরিমাণ বিবেচনা করে, উত্তরদাতারা প্রতিদিন ৬২৫০ মার্কিন ডলার হারে ২০.৯৪৯৩ দিনের জন্য ডিমোরেজ গণনা করেছিলেন এবং আপিলকারীদের অর্থ পরিশোধের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। জেরাল্ডটনে ডিসপ্যাচ এবং বোম্বেতে ডিমোরেজ বিবেচনা করে উত্তরদাতা ২২.০৬.২০০০ তারিখে একটি চূড়ান্ত ভাড়া হিসাব দাখিল করেছিলেন। চূড়ান্ত ভাড়া হিসাবে দেখানো হয়েছিল যে আপিলকারীকে উত্তরদাতাকে ১৫০,৩৬২.১৮ মার্কিন ডলার পরিশোধ করতে হবে।

৩. উত্তরদাতা তাদের মনোনীত সালিশকারী হিসাবে শ্রী উইলিয়াম রবার্টসন ই.এস.কিউ, ৪৭ পেরিমন্ট রোড, হেওয়ার্ডস হেলথ, ওয়েস্ট সাসেক্স, আরএইচ ১৬ ৩ বিএন-কে নিযুক্ত করেছিলেন এবং আপিলকারীকে তার সালিশকারী নিয়োগের জন্য বলা হয়েছিল। আপিলকারী ১৯.০৯.২০০০ তারিখের চিঠিতে উল্লিখিত ১৪ দিনের মধ্যে তার সালিশকারী নিয়োগ করেনি। ১৩.০৩.২০০১ তারিখে, উত্তরদাতা সহায়ক নথি সহ তাদের দাবি দাখিল করেছিলেন। সালিশকারী আপিলকারীকে ১৭.০৪.২০০১ এর আগে যদি কোনো বিপরীত দাবি থাকে তবে তার সাথে প্রতিরক্ষা দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আপিলকারী একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া জমা দিয়েছিল কিন্তু সালিশিতে অংশ নেয়নি। সালিশকারী প্রক্রিয়া চালিয়ে যান এবং অবশেষে উত্তরদাতাকে ১৫০,৩৬২.১৮ মার্কিন ডলার পুরস্কার প্রদান করেন, যা ১ জুলাই, ২০০০ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক ৮% সুদ সহ।

৪. চূড়ান্ত পুরস্কারের কারণ সালিশকারী কর্তৃক আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছিল। সালিশকারী আপিলকারীর পক্ষে করা দাখিলগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলেন। আপিলকারীর এই যুক্তি যে তারা পোতাধিকার চুক্তি স্বাক্ষর করেননি এবং

লন্ডন মেরিটাইম সালিশি অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সালিশির জন্য সম্মত হননি, তা সালিশকারী এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে ইংরেজি আইনে পোতাধিকার চুক্তি বা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।সালিশকারী ফোর্বস গোকাক লিমিটেডের পালভোল্ক ডিভিশনের (আপিলকারীর দালাল) শ্রী সসি নায়ার এবং এসএসওয়াই (উত্তরদাতার দালাল)-এর শ্রী ইয়ান ল্যাটিমারের মধ্যেকার চিঠিপত্রের উল্লেখ করেছিলেন, যা দেখায় যে আপিলকারীর অ্যাকাউন্টের জন্য চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছিল। সালিশকারী সেই নথিগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন যা দেখায় যে আপিলকারীর পক্ষে ক্ষতিপূরণ পত্র জারি করা হয়েছিল এবং ভাড়া আপিলকারী কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছিল, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যে আপিলকারীর দালালরা তার পক্ষে কাজ করার জন্য অনুমোদিত ছিল। সালিশকারী কর্তৃক উল্লেখ করা অন্যান্য প্রমাণও নথিতে ছিল যা দেখায় যে আপিলকারী নিজেই চুক্তিতে সম্পূর্ণরূপে অংশ নিয়েছিল এবং জাহাজটিকে জেএনপিটি থেকে মুম্বাই বন্দরে যেতে হয়েছিল তখন ক্ষতিপূরণ পত্র প্রদান ছাড়াও ভাড়া পরিশোধ করেছিল। সালিশকারী তার দাবির সমর্থনে উত্তরদাতার গণনা গ্রহণ করেছিলেন এবং রায় দিয়েছিলেন যে উত্তরদাতা ১৫০,৩৬২.১৮ মার্কিন ডলারের তার দাবি প্রমাণ করতে সফল হয়েছে।

৫. উত্তরদাতা একমাত্র সালিশকারী শ্রী উইলিয়াম রবার্টসন কর্তৃক ৩০.০৫.২০০১ তারিখে প্রদত্ত পুরস্কার কার্যকর করার জন্য দিল্লি হাইকোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেছিলেন। আপিলকারী প্রয়োগ পিটিশনের বিরোধিতা করে তার আপত্তি দাখিল করেছিল। হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে যে পুরস্কারটি কার্যকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা লন্ডনে প্রদান করা হয়েছিল এবং যুক্তরাজ্য নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের একটি পক্ষ ছিল। যুক্তরাজ্য একটি পারস্পরিক অঞ্চল এবং সেই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। হাইকোর্ট আরও উল্লেখ করেছিলেন যে আপিলকারী কর্তৃক দাখিল করা জবাবের সাথে সালিশি চুক্তির একটি যথাযথভাবে প্রত্যয়িত অনুলিপি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। উপরন্তু, হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে উত্তরদাতা কর্তৃক প্রয়োগ কার্যক্রমের সময় সালিশি প্রকরণ ধারণকারী মূল পোতাধিকার চুক্তি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। হাইকোর্ট কর্তৃক বিবেচিত প্রধান বিষয় ছিল আবেদনের উপস্থাপনের সময় মূল চুক্তির একটি সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল না করে পুরস্কার কার্যকর করার জন্য পিটিশনের গ্রহণযোগ্যতা। হাইকোর্ট এই মত পোষণ করেছিলেন যে সালিশি ও আপস আইন, ১৯৯৬ (যা এখানে "আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর বিধানগুলির যথেষ্ট সম্মতি ছিল কারণ উভয় পক্ষ কর্তৃক সালিশি চুক্তির একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি নথিভুক্ত করা হয়েছিল। হাইকোর্টের মতে, আইনের ৪৭ ধারার অধীনে প্রয়োগের জন্য দাখিল করা আবেদনটি একটি নির্বাহের প্রকৃতির ছিল এবং যদি আবেদনের সাথে প্রাসঙ্গিক নথি দাখিল করা না হয়, তবে বিচারকারী ফোরামের আইনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য তা ফেরত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ত্রুটি সংশোধনের পর পিটিশন পুনরায় দাখিল করা কোনো আইনেই বারিত নয়।

৬. হাইকোর্ট আপিলকারীর পক্ষে করা এই দাখিল প্রত্যাখ্যান করেছিল যে কোনো সালিশি চুক্তি ছিল না। এই বিষয়ে সালিশকারীর বিস্তারিত আলোচনার উল্লেখ করা ছাড়াও, হাইকোর্ট পক্ষগণের মধ্যে আদান-প্রদান করা চিঠিপত্র এবং নথিভুক্ত প্রাসঙ্গিক উপাদান বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে একটি সালিশি চুক্তি বিদ্যমান ছিল। অবশেষে, হাইকোর্ট আপিলকারীর এই দাখিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল যে যে পুরস্কারটি কার্যকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা আইনের ৪৪ ধারার অধীনে সংজ্ঞায়িত একটি বৈধ বিদেশী পুরস্কার নয়।

৭. হাইকোর্টের রায় ১৮.০২.২০০৫ তারিখে দেওয়া হয়েছিল এবং এই আপিলে আমরা ১৫.০৪.২০০৫ তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলাম। আমরা ২৯.০৮.২০০৫ তারিখে নির্বাহ স্থগিত করেছিলাম।

৮. আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী গারভেশ কাবরা হাইকোর্টে উত্থাপিত বিষয়গুলি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি আইনের দ্বিতীয় অংশের উল্লেখ করেন এবং আমাদের বিভিন্ন বিধানের মধ্য দিয়ে নিয়ে যান। তিনি দাখিল করেন যে বিদেশী পুরস্কার কার্যকর করার জন্য আবেদনকারী পক্ষের আবেদনের সময় আদালতে সালিশির মূল চুক্তি দাখিল করা বাধ্যতামূলক। তিনি যুক্তি দেন যে আবেদনের সময় সালিশি চুক্তি দাখিল না করার একমাত্র কারণে প্রয়োগের আবেদন খারিজ করা উচিত ছিল। তিনি আরও যুক্তি দেন যে আপিলকারী পোতাধিকার চুক্তি স্বাক্ষর করেনি এবং পক্ষগণের মধ্যে কোনো সালিশি চুক্তি ছিল না। তার মতে, সালিশি কার্যধারা এখতিয়ারের অভাবের দোষে দুষ্ট। তিনি আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে প্রাথমিকভাবে দাখিল করা পোতাধিকার চুক্তিটি মূল চুক্তি ছিল না এবং আদালতে পেশ করা চুক্তিতে কিছু অসঙ্গতি ছিল। যেহেতু এই বিষয়টি সালিশকারী বা হাইকোর্ট কেউই বিবেচনা করেননি, তাই আমরা তাকে জানিয়েছিলাম যে আমরা এই বিষয়ে কোনো রায় দেব না।

৯. এই মামলায় আমাদের বিবেচনার জন্য যে বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়েছে তা হল:

ক) আইনের ৪৭ ধারার অধীনে প্রয়োগের জন্য একটি আবেদন যদি সালিশি চুক্তি সহ দাখিল করা না হয় তবে তা খারিজ হওয়ার যোগ্য কিনা?

খ) পক্ষগণের মধ্যে একটি বৈধ সালিশি চুক্তি আছে কিনা এবং কোনো পক্ষ পোতাধিকার চুক্তি স্বাক্ষর না করলে তার প্রভাব কী?

১০. বিদেশী পুরস্কার (স্বীকৃতি ও প্রয়োগ) আইন, ১৯৬১ আইন দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল। আইনের দ্বিতীয় অংশে বিদেশী পুরস্কারের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে। সালিশির জন্য লিখিত চুক্তির অনুসরণে প্রদত্ত কোনো সালিশি পুরস্কার, যার উপর আইনের প্রথম তফসিলে উল্লিখিত বিদেশী সালিশি পুরস্কারের স্বীকৃতি ও নির্বাহ সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৫৮ (যা এখানে "নিউ ইয়র্ক কনভেনশন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রযোজ্য, তাকে "বিদেশী পুরস্কার" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ৪৭ ধারায় বিধান করা হয়েছে যে বিদেশী পুরস্কার কার্যকর করার জন্য আবেদনকারী পক্ষ আবেদনের সময় আদালতের সামনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপন "করবে":

"(ক) মূল পুরস্কার বা তার অনুলিপি, যে দেশে এটি প্রদান করা হয়েছে সেই দেশের আইন অনুসারে যথাযথভাবে সত্যায়িত;

(খ) মূল সালিশি চুক্তি বা তার যথাযথভাবে প্রত্যয়িত অনুলিপি, এবং

(গ) এমন প্রমাণ যা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় যে পুরস্কারটি একটি বিদেশী পুরস্কার।"

১১. আইনের ৪৮ ধারার উল্লেখ করাও প্রয়োজন, যা বিদেশী পুরস্কারের প্রয়োগের জন্য কিছু শর্তাবলী প্রদান করে। ৪৮ ধারা অনুসারে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে পুরস্কারটি প্রয়োগ করা হচ্ছে তার অনুরোধে আদালত বিদেশী পুরস্কারের প্রয়োগ প্রত্যাখ্যান করতে পারে, যদি সেই পক্ষ আদালতকে প্রমাণ সরবরাহ করে যে -

"(ক) ৪৪ ধারায় উল্লিখিত চুক্তির পক্ষগুলি, তাদের উপর প্রযোজ্য আইনের অধীনে, কোনো প্রকার অক্ষমতার অধীনে ছিল, অথবা উক্ত চুক্তি সেই আইনের অধীনে বৈধ নয় যার অধীনে পক্ষগুলি এটিকে স্থাপন করেছে অথবা, যদি তার কোনো ইঙ্গিত না থাকে, তবে সেই দেশের আইনের অধীনে যেখানে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে; অথবা

(খ) যে পক্ষের বিরুদ্ধে পুরস্কারটি প্রয়োগ করা হচ্ছে তাকে সালিশকারী নিয়োগ বা সালিশি কার্যক্রমের যথাযথ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি অথবা অন্যথায় তার মামলা উপস্থাপনে অক্ষম ছিল; অথবা

(গ) পুরস্কারটি এমন কোনো বিরোধের সাথে সম্পর্কিত যা সালিশির জন্য দাখিল করার শর্তাবলী দ্বারা বিবেচিত বা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, অথবা এতে সালিশির জন্য দাখিলের পরিধির বাইরের বিষয়গুলির উপর সিদ্ধান্ত রয়েছে: তবে শর্ত থাকে যে, যদি সালিশির জন্য দাখিল করা বিষয়গুলির উপর সিদ্ধান্তগুলি সেইগুলি থেকে পৃথক করা যায় যা দাখিল করা হয়নি, তবে পুরস্কারের সেই অংশ যা

সালিশির জন্য দাখিল করা বিষয়গুলির উপর সিদ্ধান্ত ধারণ করে তা কার্যকর করা যেতে পারে; অথবা"

(ঘ) সালিসী কর্তৃপক্ষ বা সালিসী পদ্ধতির গঠন পক্ষগণের চুক্তি অনুসারে ছিল না, অথবা এই ধরনের চুক্তি ব্যর্থ হলে, যে দেশে সালিসী অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই দেশের আইন অনুসারে ছিল না; অথবা

(গ) পুরস্কারটি এখনও পক্ষগুলির জন্য বাধ্যতামূলক হয়নি, অথবা যে দেশে বা যে আইনের অধীনে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল সেই দেশের কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা বাতিল বা স্থগিত করা হয়েছে।

১২. স্বীকার্যভাবে, উত্তরদাতা কর্তৃক প্রয়োগের আবেদনের দাখিলের সময় সালিশি চুক্তির একটি সত্যায়িত অনুলিপি নথিভুক্ত করা হয়নি। নথি থেকে স্পষ্ট যে আপিলকারী তার জবাবের সাথে সালিশি চুক্তি দাখিল করে এবং এরপরে উত্তরদাতাও আদালতে মূল সালিশি চুক্তি দাখিল করে। আপিলকারীর দাখিল হল আবেদনের সময় সালিশি চুক্তি দাখিল করা বাধ্যতামূলক, যার অ-সম্মতি আবেদনের খারিজের কারণ হওয়া উচিত ছিল। আপিলকারী ৪৭ ধারায় 'হবে' শব্দটি থেকে এই দাখিলের সমর্থন চেয়েছিল। আমরা আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবীর দাখিলের সাথে একমত নই। আমাদের মতে, আবেদনের সময় বিধানটিতে নির্দিষ্ট প্রমাণ দাখিল সংক্রান্ত আইনের ৪৭ ধারায় 'হবে' শব্দটিকে 'হতে পারে' হিসেবে পড়তে হবে।

১৩. 'হবে' শব্দটি তার সাধারণ অর্থে 'বাধ্যতামূলক'। তবে এমন অনেক সিদ্ধান্ত রয়েছে যেখানে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আদালত এই শব্দটিকে 'হতে পারে' অর্থে ব্যাখ্যা করেছে[১]। কোনো বিধির বিধানগুলি নির্দেশক নাকি বাধ্যতামূলক তা নির্ধারণের একমাত্র পথপ্রদর্শক হল বিধির সুযোগ ও উদ্দেশ্য[২]। বিচার আদালতের কর্তব্য হল বিধির সম্পূর্ণ সুযোগের প্রতি মনোযোগ সহকারে আইনসভার প্রকৃত অভিপ্রায় জানার চেষ্টা করা[৩]।

১৪. 'হবে' শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক প্রকৃতির ধারণা দিলেও, বিধির সুযোগ,

---

১) রানী দ্রিগ রাজ কুয়ের বনাম রাজা শ্রী অমর কৃষ্ণ নারায়ণ সিং, [১৯৬০ (২) এস.সি.আর. ৪৩১]

২) ক্যালডো বনাম পিক্সওয়েল, (১৮৭৬) ২ সি.পি.ডি. ৫৬২

৩) ক্রেস অন স্ট্যাটিউট ল, ৫ম সংস্করণ।

এর প্রকৃতি ও নকশা এবং এর ব্যাখ্যার ফলে উদ্‌ভূত পরিণতিগুলির প্রতি মনোযোগ সহকারে আইনসভার অভিপ্রায় অনুসারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।আদালতের মনে রাখা প্রয়োজন যে "হবে" শব্দটিকে "হতে পারে" হিসাবে ব্যাখ্যা করলে কী ধরনের অনিষ্ট হতে পারে। এটিকে বাধ্যতামূলক করা হলে জনগণের সুবিধা হবে নাকি অসুবিধা বা সাধারণ অসুবিধা হবে, তাও বিবেচনা করতে হবে[৪]।

১৫. আইনের ৪৬ ধারা একটি বিদেশী পুরস্কারকে যাদের মধ্যে এটি তৈরি হয়েছে তাদের উপর বাধ্যতামূলক হিসাবে আইনের অধীনে প্রয়োগযোগ্য করে তোলে। নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের তৃতীয় অনুচ্ছেদে[৫] প্রতিটি চুক্তিকারী রাষ্ট্র কর্তৃক সালিশি পুরস্কারগুলিকে বাধ্যতামূলক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিধান রয়েছে। সালিশি পুরস্কারের প্রয়োগ সেই অঞ্চলের নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে হবে যেখানে পুরস্কারটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে সালিশি পুরস্কারের প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট কঠোর শর্ত আরোপের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে[৬] স্বীকৃতি ও প্রয়োগের জন্য আবেদনকারী পক্ষকে আবেদনের সময় একটি সত্যায়িত মূল পুরস্কার বা তার যথাযথভাবে প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে[৭] উল্লিখিত মূল চুক্তি বা তার যথাযথভাবে প্রত্যয়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে।

---

৪)মোহন সিং বনাম ইন্টেমেশনাল এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, (১৯৯৭) ৯ এসসি ১৩২।

৫)প্রতিটি চুক্তিকারী রাষ্ট্র সালিসী রায়কে বাধ্যতামূলক হিসেবে স্বীকৃতি দেবে এবং নিম্নলিখিত ধারাগুলিতে বর্ণিত শর্তাবলীর অধীনে - যে অঞ্চলে রায়ের উপর নির্ভর করা হবে সেই অঞ্চলের কার্যপ্রণালীর নিয়ম অনুসারে - সেগুলো বলবৎ করবে। এই কনভেনশন প্রযোজ্য সালিসী রায়ের স্বীকৃতি বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে - দেশীয় সালিসী রায়ের স্বীকৃতি বা প্রয়োগের তুলনায় - যথেষ্ট বেশি কঠিন শর্ত বা উচ্চতর ফি বা চার্জ আরোপ করা হবে না।

৬)১. পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্বীকৃতি এবং প্রয়োগের জন্য আবেদনকারী পক্ষ আবেদনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সরবরাহ করবে: (ক) যথাযথভাবে প্রমাণিত মূল রোয়েদাদ বা তার একটি যথাযথভাবে প্রত্যয়িত অনুলিপি; (খ) দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখিত মূল চুক্তি বা তার একটি যথাযথভাবে প্রত্যয়িত অনুলিপি। ২. যদি উক্ত রোয়েদাদ বা চুক্তিটি যে দেশের উপর নির্ভরশীল সেই দেশের কোনও সরকারী ভাষায় করা না হয়, তাহলে রোয়েদাদের স্বীকৃতি এবং প্রয়োগের জন্য আবেদনকারী পক্ষ এই নথিগুলির একটি অনুবাদ সেই ভাষায় উপস্থাপন করবে। অনুবাদটি একজন সরকারী বা শপথপ্রাপ্ত অনুবাদক বা একজন কূটনৈতিক বা কনস্যুলার এজেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত হবে।

৭) ১. প্রতিটি চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্র লিখিতভাবে একটি চুক্তি স্বীকার করবে যার অধীনে পক্ষগুলি সালিসের কাছে জমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় বা সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয় সম্পর্কিত একটি সংজ্ঞায়িত আইনি সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে উদ্‌ভূত বা উদ্‌ভূত হতে পারে এমন সমস্ত বা যেকোনো মতবিরোধ, চুক্তিভিত্তিক হোক বা না হোক, সালিশের কাছে জমা দেবে। ২. "লিখিত চুক্তি" শব্দটিতে পক্ষগুলির দ্বারা স্বাক্ষরিত বা চিঠি বা টেলিগ্রামের বিনিময়ে অন্তর্ভুক্ত একটি চুক্তি বা সালিশ চুক্তির একটি সালিসী ধারা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ৩. চুক্তি সম্পাদনকারী রাষ্ট্রের আদালত, যখন এই ধারার অর্থ অনুসারে পক্ষগুলি যে বিষয়ে চুক্তি করেছে তার কোনও মামলার তদন্তের জন্য আটক করা হয়, তখন, পক্ষগুলির মধ্যে একটির অনুরোধে, পক্ষগুলিকে সালিশের কাছে প্রেরণ করবে, যদি না এটি দেখতে পায় যে উক্ত চুক্তিটি বাতিল, অকার্যকর বা সম্পাদনের অযোগ্য।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে চতুর্থ অনুচ্ছেদে "হবে" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি কাউন্সিলের জারি করা নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত নির্দেশিকায় নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপভাবে সারসংকলিত করা হয়েছে:

> "কনভেনশন একটি প্রয়োগপন্থী পক্ষপাতিত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি সালিশি চুক্তি এবং সালিশি পুরস্কারের প্রয়োগকে সহজতর করে এবং সুরক্ষিত করে এবং এর মাধ্যমে এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বাণজি্যে সহায়তা করে। এটি আন্তঃসীমান্ত লেনদেনে প্রবেশকারী পক্ষগুলির জন্য বাণিজ্যিক নিরাপত্তার একটি অতিরিক্ত পরিমাপ প্রদান করে"[৮]।

১৬. নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল এর আওতাধীন সালিশি চুক্তির স্বীকৃতি এবং বিদেশী সালিশি পুরস্কারের প্রয়োগকে সহজতর করা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি নিয়ন্ত্রণকারী আইনি ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির আলোকে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রথমত দেখা উচিত[৯]।

১৭. আইসিসিএ নির্দেশিকা অনুসারে, প্রয়োগের জন্য আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি একটি শক্তিশালী প্রয়োগপন্থী পক্ষপাত, একটি বাস্তববাদী, নমনীয় এবং অনানুষ্ঠানিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত। বেশ কয়েকটি দেশের আদালত নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের চতুর্থ অনুচ্ছেদের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তাগুলির ব্যাখ্যায় উদার হয়েছে[১০]। বিদেশী পুরস্কারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতাও নিন্দিত হয়েছে।

১৮. আইনের প্রস্তাবনার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রাসঙ্গিক যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন কমিশন (ইউএনসিআইটিআরএএল) ১৯৮৫ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি সংক্রান্ত ইউএনসিআইটিআরএএল মডেল আইন ("মডেল ল") গ্রহণ করেছে এবং মডেল ল ও নিয়মাবলী বিবেচনা করে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। মডেল আইনের অষ্টম অধ্যায়ে পুরস্কারের স্বীকৃতি ও প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুচ্ছেদ ৩৫ (২)১১-এ বিধান করা হয়েছে যে পুরস্কার প্রয়োগের জন্য আবেদনকারী পক্ষ মূল পুরস্কার বা তার একটি অনুলিপি সরবরাহ করবে।

---

৮)"আই. সি. সি. এ 'স গাইড টু দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য ১৯৫৮ নিউ ইয়র্ক কনভেনশনঃ এ হ্যান্ডবুক ফর জাজেস" (২০১১) পৃষ্ঠা XI (এরপরে, আই. সি. সি. এ গাইড)।

৯)"দারদানা লিমিটেড বনাম ইউকোস অয়েল কোম্পানি, [২০০২] ১ অল ই.আর. (কমিউনিকেশন) ৮১৯"

১০)১৯৫৮ সালের নিউইয়র্ক আরবিট্রেশন কনভেনশন - অ্যালবার্ট ভ্যান ডেন বার্গ দ্বারা।

১১)"(২) যে পক্ষ কোনও রায়ের উপর নির্ভর করবে বা তার প্রয়োগের জন্য আবেদন করবে সে মূল পুরস্কার বা তার একটি অনুলিপি সরবরাহ করবে। যদি এই রাজ্যের কোনও সরকারী ভাষায় অবহিত না করা হয়, তবে আদালত পক্ষকে সেই ভাষায় তার অনুবাদ সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করতে পারে।

মডেল আইন স্বীকৃতি ও প্রয়োগের পদ্ধতিগত বিবরণ নির্ধারণ করে না, যা জাতীয় পদ্ধতিগত আইন ও রীতির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা উদার করার জন্য ২০০৬ সালে অনুচ্ছেদ ৩৫ (২) সংশোধন করা হয়েছিল। অনুচ্ছেদ ৩৫ (২)-এর অধীনে এখন সালিশি চুক্তির অনুলিপি দাখিল করার আর প্রয়োজন নেই।

১৯. নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের উদ্দেশ্য হল বিদেশী পুরস্কারের মসৃণ ও দ্রুত প্রয়োগ। নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিবেচনা করে, আমরা এই মত পোষণ করি যে আইনের ৪৭ ধারার "হবে" শব্দটিকে "হতে পারে" হিসেবে পড়তে হবে। এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ আবেদনের সময় সালিশি চুক্তি বা মূল পুরস্কার বা পুরস্কারটি একটি বিদেশী পুরস্কার প্রমাণ করার জন্য প্রমাণ দাখিল করা বাধ্যতামূলক, প্রয়োগ কার্যক্রমকে ব্যাহত করার প্রভাব ফেলবে। আবেদনের সময় সালিশি চুক্তি দাখিল করা বাধ্যতামূলক করা হলে নিউ ইয়র্ক কনভেনশনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। প্রয়োগের জন্য একটি আবেদন দাখিলের প্রাথমিক পর্যায়ে, ৪৭ ধারায় উল্লিখিত নথি দাখিল না করার কারণে পুরস্কার প্রয়োগের আবেদন খারিজ করা উচিত নয়। প্রয়োগকারী পক্ষকে সালিশি চুক্তি দাখিল না করার ত্রুটি সংশোধন করতে বলা যেতে পারে। চুক্তির বৈধতা প্রয়োগ কার্যক্রমের পরবর্তী পর্যায়ে নির্ধারণ করা হয়।

২০. এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে প্রয়োগের আবেদনের সময় সালিশি চুক্তি দাখিল না করার কারণে পুরস্কারের প্রয়োগের বিরোধিতা করা পক্ষের কোনো ক্ষতি হবে না। উপরন্তু, মডেল আইনের অধীনে সালিশি চুক্তির একটি অনুলিপি দাখিল করার প্রয়োজনীয়তা, যাকে আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল, তা বাতিল করা হয়েছে। ধারা ৪৮, যেখানে বিদেশী পুরস্কারের প্রয়োগ প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে তার কারণগুলির উল্লেখ রয়েছে, সেখানে ৪৭ ধারায় উল্লিখিত নথি দাখিল না করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নেই। বিদেশী পুরস্কারের প্রয়োগের জন্য একটি আবেদন কেবলমাত্র ৪৮ ধারায় নির্দিষ্ট কারণগুলির ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। এটি এই মতকেও সমর্থন করবে যে আবেদনের সময় ৪৭ ধারায় উল্লিখিত নথি দাখিল করার প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতামূলক করার উদ্দেশ্য ছিল না।

২১. আইনের ৪৭ ধারায় "হবে" শব্দটিকে "হতে পারে" হিসাবে পাঠ করার অর্থ হবে যে পুরস্কার প্রয়োগের জন্য আবেদনকারী পক্ষকে "আবেদনের সময়" সেখানে উল্লিখিত কোনো নথি আদালতে দাখিল করা অপরিহার্য নয়।

আমরা স্পষ্ট করে বলছি যে "হবে" শব্দটির "হতে পারে" হিসাবে উক্ত ব্যাখ্যা কেবলমাত্র আবেদন দাখিলের প্রাথমিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ এবং তারপরে নয়। আপিলকারীর আইনজীবী কর্তৃক উদ্‌ধৃত সিদ্ধান্তগুলি থেকে স্পষ্ট যে কিছু এখতিয়ার আদালত বিদেশী পুরস্কার কার্যকর করার জন্য নথি দাখিলের বিষয়ে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। অন্যান্য অনেক এখতিয়ার আদালত বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে পুরস্কার এবং সালিশি চুক্তি সহ প্রাসঙ্গিক নথি দাখিল না করার কারণে বিদেশী পুরস্কার প্রয়োগের আবেদন প্রত্যাখ্যানের যোগ্য নয়। এই মামলার বিষয়বস্তু প্রয়োগ কার্যক্রমের সময় সালিশি চুক্তি দাখিল না করার সাথে সম্পর্কিত না হওয়ায় আমাদের এই বিষয়ে রায় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এতে কোনো বিরোধ নেই যে উভয় পক্ষ কর্তৃক সালিশি চুক্তি নথিভুক্ত করা হয়েছে।

২২. আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী আরও দাখিল করেন যে আপিলকারী পোতাধিকার চুক্তি স্বাক্ষর করেনি এবং তাকে চুক্তির পক্ষ হিসাবে গণ্য করা যায় না। এতে কোনো বিরোধ নেই যে চুক্তিটি ইংরেজি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যার অধীনে পক্ষগুলিকে বাধ্যতামূলক করার জন্য পোতাধিকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই বিষয়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত অনুমোদন এবং আপিলকারীর পক্ষে করা দাখিল প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। একটি বৈধ সালিশি চুক্তি বিদ্যমান ছিল এই মর্মে সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করার জন্য সালিশকারী এবং হাইকোর্ট উভয়েই পর্যাপ্ত উপাদান পরীক্ষা করেছেন। আইনের প্রথম তফসিলের অনুচ্ছেদ ॥ সালিশি চুক্তিকে একটি চুক্তির সালিশি প্রকরণ বা একটি সালিশি চুক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে, যা পক্ষগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা চিঠিপত্র বা টেলিগ্রামের আদান-প্রদানে অন্তর্ভুক্ত। হাইকোর্ট দেখেছে যে পোতাধিকার চুক্তি, যাতে সালিশি চুক্তি ছিল, পক্ষগণ কর্তৃক সম্মত ও সম্পাদিত হয়েছিল এবং এটি পক্ষগণের মধ্যে চিঠিপত্রের দ্বারা সমর্থিত। অনুচ্ছেদ ॥-এর "লিখিত চুক্তি" শব্দটি খুবই ব্যাপক। একটি সালিশি প্রকরণ অপরিহার্যভাবে কোনো চুক্তি বা সালিশি চুক্তিতে থাকতে হবে না। এটি পক্ষগণের মধ্যে চিঠিপত্রের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে, সালিশি চুক্তিটি পোতাধিকার চুক্তিতে পাওয়া যায় যা সালিশকারী এবং হাইকোর্ট উভয়েই গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়ে হাইকোর্ট যে মতামত দিয়েছে, তার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করার কোনো কারণ আমরা দেখি না।

২৩. আমাদের ১০.১০.২০০৭ তারিখের আদেশ অনুসারে, সালিশকারী কর্তৃক প্রদত্ত মূল অর্থ এই আদালতে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং সময়ে সময়ে স্থায়ী আমানতে পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়েছিল।

ব্যাঙ্কে থাকা অর্থের পরিমাণ উত্তরদাতাকে প্রদান করা হবে।

২৪.উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, হাইকোর্টের রায় বহাল রাখা হয় এবং আপিল খারিজ করা হয়। কোনও খরচ নেই।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar